Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-IV, April 2019, Page No. 118-124
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মহানায়ক উত্তমকুমারের ব্যক্তিগত জীবনে নারী ও প্রেম

পার্থ প্রতিম হালদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং অতিথি অধ্যাপক স্বামী বিবেকানন্দ কলেজ

Abstract

Mahanayak Uttam Kumar was a Romantic hero or a great hero or a biggest star of Bengali cinema. He was a Producer, Director, Singer and actor. Generally we know that Uttam Kumar's journey from flop master general to iconic hero. Gouri Devi was first girl friend of Uttam Kumar. At first Uttam Kumar married Gouri Devi. But he divorced her. Then he lived with Supriya Devi. But he divorced her. Then he lived with Supriya Devi. He loved three girls in his personal life. Three girlfriends are Suchitra Sen, Gouri Devi and Supriya Choudhury. But the relation between Suchitra Sen and Uttam Kumar was pletonic love. Actress Sabitri Chattopadhay said that Suchitra Sen and Uttam Kumar were never in love. Yet he went on to win hearts, which contributed to his choice of delivering block bluster hits like 'Agni Pareeksha', 'Harano Sur', 'Saptapadi' etc. Sujan Mukherjee said that it is a great honour as he was a great actor since his children. I like his any movie. All time I try to hear that dialogue of othelo. Uttam Kumar said dialogue to 'Saptapadi' movie. That was, 'It is the cause, it is the cause, my soul… yet she must die, else she, betray more men. Put out the light and then put out the light. Between 1945 and 1980, he acted 375 films, averaging about 11 films per year. Suchitra Sen loves him very much. Uttam Kumar likes. Suchitra Sen as a friend, partner, lover. A famous song of Uttam and Suchitra is 'Ei path Jodi na sesh hoi' / tobe kemon hoto tumi bolo toh / Jodi prithibita swapner desh hoi / tobe kemon hoto tumi bolo toh'. Supriya Choudhury or Supriya Devi as she was called in reverence, was essayed in her more than 50 years long carrier, much of which was at a time when the Bengali film industry revolved around matinee idol Uttam Kumar. His first few films were flops. But then he was flop master general to a great hero. He created a history of Bengali cinema. His sweet laughing and acting had impressed us, so many actress started to love him. He was so romantic person. Actress Suchitra Sen dream of that 'Ami Swapne tomai dekhechi / more nisitho basaro sojjai / mon bole valobesechi / ankhi bolite pareni lojjai'.

আমরা জানি যে, বাংলা সিনেমা জগতে অনেক অভিনেতা এসেছেন, এবং দাপটের সঙ্গে অভিনয় ও করে গেছেন কিন্তু মহানায়ক একজনই থেকে গেছেন তিনি আমার আপনার সবার প্রিয় উত্তম কুমার। তিনি বাংলা সিনেমা জগতের এক ইতিহাস তৈরি করে গেছেন এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাঁকে নিয়ে উন্মাদনা, বছরের পর বছর তাঁর প্রতি মানুষের ভালোবাসা, কৌতুহল তেমনই অটুট থেকে গেছে। শুধু তাই নয়, গোটা ভারতবর্ষের ফিল্মের ইতিহাসে

অন্যান্য জনপ্রিয় অভিনেতার মত তিনিও সবার হৃদয়ে সমান ভাবে স্থান করে নিয়েছেন। বিশেষত তাঁর মুখের সেই অসাধারণ হাসি আর অভিনয় দক্ষতা তাঁকে মহানায়ক করে তুলেছে। তিনি শুধু ভালো অভিনেতাই ছিলেন না তিনি ছিলেন পরিচালক, গায়ক, পরিবেশক, এমনকি সঙ্গীত পরিচালকও। আর এমন অভিজ্ঞ রোমান্টিক ব্যক্তি সিনেমাতে নায়ক হিসেবে অভিনয় করা মানেই যে সিনেমা সুপার ডুপার হিট হবে, টিকিটের জন্য হাহাকার পড়ে যাবে, সিনেমা হলের সামনে লাইনের পর লাইন থাকবে এটাই স্বাভাবিক। শুধু তাঁর সিনেমা যে হিট তা নয়- তাঁর ছবির গান গুলো ও সুপার ডুপার হিট।[১] আর এমনই একজন রোমান্টিক নায়কের প্রেমিকা হতে সমস্ত সুন্দরী রাজকন্যাগণ যে এগিয়ে আসবেন এটাই স্বাভাবিক। শুধু চলচ্চিত্র জগতে নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাব অনেক নারী তাঁর প্রেমে পাগল হয়েছেন- আর এইসব প্রেমিকাদের কথা আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। সেইসঙ্গে তাঁর মহানায়ক হয়ে ওঠার কাহিনিও আলোচ্য প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা না বললেই নয়, তা হল- তিনি যে শুধু উত্তম অভিনয় করতেন তা নয়, বাস্তব জীবনে তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত উত্তম পুরুষ। তাঁর বিভিন্ন রকম গুণই তাঁকে আরও বেশি উত্তম বানিয়ে তুলেছিল। সর্বোপরি, মনুষ্যত্বের দিক থেকে তিনি ছিলেন অতি উত্তম- তাইতো তিনি সবার উত্তম কুমার—

‘এই এত আলো এত আকাশ আগে দেখিনি
কই চোখে পড়েনি
এই মনতো কোথাও কাউকে
এত আপন করেনি
আমি জানি
তুমি কি জানো।’

তবে তিনি যে কাউকে আপন করেননি এটা বললে ভুল হবে। কারণ তিনি ছিলেন রোমান্টিক ব্যক্তি এবং ভাবুক প্রকৃতির মানুষ—

‘আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে
সাত সাগরার তেরো নদীর পারে
ময়ূরপঙখি ভিড়িয়ে দিয়ে সেথা
দেখে এলেম তারে।’

আর তাই এমন একজন রোমান্টিক ব্যক্তিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার জন্য মেয়েরা ও যে পাগল হবে এটাই স্বাভাবিক—

‘আমি স্বপ্নে তোমায় দেখেছি
মোর নিশীথ বাসর সজ্জায়
মন বলে ভালোবেসেছি
আঁখি বলিতে পারেনি লজ্জায়।’

মহানায়িকা সূচিত্রা সেন যে শুধু এইভাবে উত্তম কুমার কে স্বপ্নে দেখে সুখ পেতেন তা নয়- তিনি তাঁর বাইকে উঠে, তাঁকে জড়িয়ে ধরে স্বপ্নের দেশে হারিয়ে যেতে চাইতেন—

‘এই পথ যদি না শেষ হয়
তবে কেমন হতো তুমি বলো তো
যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয়
তবে কেমন হতো তুমি বলো তো।’

মহানায়ক উত্তম কুমারের ব্যক্তিগত জীবনে নারী ও প্রেম নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে যায় গৌরী দেবীর কথা। এই গৌরী দেবী ছিলেন মহানায়কের প্রথম প্রেমিকা। চুপি চুপি করে এই প্রেম বেশ কয়েক বছর কেটে গেছিল। তারপর ১৯৪৮ সালে 'দৃষ্টিদান' ছবি মুক্তি পেলে মহানায়কের সঙ্গে গৌরী দেবীর প্রেমের সম্পর্কে একটু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। তবে কেন এই সমস্যা- তা একটু আলোচনা করা যাক। গৌরী দেবী তাঁর ঠাকুমার সঙ্গে 'দৃষ্টিদান' ছবি দেখতে গিয়েছিলেন- আর সিনেমা হলে বসে কখন সে তাঁর মনের কথা ঠাকুমাকে বলে ফেলেছিলেন তা তিনি বোধ হয় নিজেও বুঝতে পারেননি- "ছবি তখন চলছিল। ঠাকুরমা ঠাট্টার সুরে বলেছিলেন ছবির পর্দায় কয়েকজন শিল্পীকে দেখিয়ে, হ্যাঁ রে, দেখ তো ওদের মধ্যে তোর কাউকে মনে ধরে কিনা..." ঠাকুরমার এই ঠাট্টার জবাবে তিনি উত্তম কুমারের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আর তখন ঠাকুরমা ও ঠাট্টা করে বললেন- 'এত ছেলে থাকতে ঐ রোগাটে ছেলেটা? ব্যাপারটা যাচাই করবার জন্য তিনি আবার বলেছিলেন, ও মা? ওই রোগা ফিনফিনে ছেলেটাকে তোর মনে ধরল কি রে?"[২] যদিও এরপর দিন থেকে ঠাকুরমা আর ব্যাপারটিকে নেহাত ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দিতে চাননি- তাই সবসময় তিনি গৌরী দেবীকে নজরে রেখেছিলেন। যাইহোক পাত্রীর বাড়ি থেকে অনেক সমস্যা আসা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত পাত্রীর পরিবারের মতে ১৯৪৮ সালেই তিনি গৌরী দেবীকে বিবাহ করেন। এরপর ১৯৫০ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর শিশুমঙ্গল হাসপাতালে গৌরী দেবী ছেলে সন্তান প্রসব করেন। প্রথম সন্তান তা আবার ছেলে- এই আনন্দে মহানায়ক ওই বছরের ফ্লপ হয়ে যাওয়া সিনেমা গুলোর কষ্ট ভুলে থাকতে পেরেছিলেন। তবে এরপর 'সাড়ে চুয়াত্তর'[৩] ছবি মুক্তি পেলে উত্তম কুমার দর্শকদের মনে কিছুটা জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন। এই ছবিতে সূচিত্রা সেন নায়িকা হিসেবে প্রথম উত্তম কুমারের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। এরপরে সেই জনপ্রিয় ছবি 'অগ্নি পরীক্ষা' মুক্তি পেয়েছিল। এই ছবির জনপ্রিয় তাই উত্তম কুমারকে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই ছবি থেকেই দর্শক মহলে রোমান্টিক জুটি হিসেবে উত্তম সূচিত্রা কিছুটা জায়গা করে নিয়েছিল। এরপরে 'হারানো সুর' ছবিতে তিনি আরও বেশি দর্শকদের মনে জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন।

তবে এই মুহূর্তে সে ছবিটির কথা না বলে থাকতে পারছি না তা হল- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এর কাহিনি অবলম্বনে ১৯৫৯ সালে মুক্তি প্রাপ্ত 'সপ্তপদী' ছবি। সাংবাদিকদের বিচারে এই ছবি করার পর তাঁকে শ্রেষ্ঠ নায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। যাইহোক এই ছবির মধ্যে Shakespeare এর 'ওথেলো' নাটকের সে dialogue টি উত্তম কুমার বলেছিলেন তা আজও যেন কানে বাজে- "It is the cause , it is the cause, my soul…. Yet she must die, else she'।। betray more men. Put out the light and then put out the light."[৪] এই অভিনয়টি করার পর মহানায়িকা সূচিত্রা সেন এবং মহানায়ক উত্তম কুমার দুজনেই দুজনকে ভালোবাসতে শুরু করেছিলেন। এরপরে ১৯৭৩ সালে 'অমানুষ' ছবিটিও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল- এইভাবে উত্তম কুমার ধীরে ধীরে মহানায়ক হয়ে উঠেছিলেন।

যাইহোক আমাদের আলোচ্য বিষয়টি একটু অন্য ধরনের ছিল। এবার সেই দিকটার কথা আলোচনা করা যাক। নায়িকা বেণুর প্রতি উত্তম কুমারের টান ভালোবাসা কেমন করে গড়ে উঠেছিল- কেমন করেই বা তাঁরা বছরের পর বছর একসঙ্গে কাটিয়েছিলেন তা ভেবে দেখা যেতে পারে। 'বসু পরিবার', 'গুন বরনারী' প্রভৃতি ছবিতে তিনি বেণু দেবীর সঙ্গে অভিনয় করেছেন। এই বেণু দেবীর প্রতি তাঁর কেমন টান ছিল তা মহানায়কের নিজের লেখা থেকে পরা যাক- 'এই সময়ে যদিও বেণুকে ঘিরে আমার মন দুর্বল হয়েছিল, যদিও একটা আকর্ষণ অনুভব করতাম তবুও একথা সত্য তখন ও বেণুকে আমার অন্য নায়িকাদের থেকে আলাদা করে দেখতাম না... তবুও কেন জানি না আমার মনের ভিতরে ঐ ফিলিং হয়েছিল।' তবে যেহেতু বেণু দেবী বিবাহিতা তাই তিনি তাঁর সংসার ভাঙতে চাননি। দূর থেকে বেণুর মঙ্গল কামনা করেছেন। এ যেন রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' গল্পের নায়কের ভাবনার মত- "স্বামী পুত্র গৃহধন জন লইয়া সুরবালা চিরদিন সুখে থাকুক। আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের

আস্বাদ পাইয়াছি।... আমার পরমায়ুর সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে সেই একটি মাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।”[৫] বেণুর একটি বাচ্চার ও আছে। তা সত্ত্বেও তাঁদের সংসারে ঝামেলা সারাক্ষণ লেগেই ছিল। সংসারে এই ঝামেলার কারণ হতে বা উত্তম কুমারের প্রতি বেণু দেবীর আকর্ষণের জন্য। বেণু দেবী যে উত্তম কুমারকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন তা তাঁর নিজের উক্তিতেই ধরা পড়ে- “জানো যখন ‘উত্তরায়ণ’ ছবি করি তখন একদিন সত্যি সত্যি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য দেখ তখন ও তা তোমার কাছে প্রকাশ করতে পারিনি।... তুমি যেবার যে সেবা যত্ন করেছিলে আমায়- তা পেয়েছিলাম বলে এক মুহূর্তের জন্য ও তখন আমার মনে হতো না যে আমি একলা। আমি বন্ধুহীন। আমার সব কিছু ফাঁকা। জানো, সেইদিনই আমি তোমার ওপর অনেকটা নির্ভর করে ফেলেছিলাম।” এই দুজনার এমন ভালোবাসা আর অবৈধ টানের কারণে দুটি সংসার যে ভেঙে তছনছ হয়ে যাবে এটা আর নতুন কী। সত্যি তো এসে ও গেল সেই চরম বিচ্ছেদের মুহূর্ত। ১৯৬৩ সালে গৌরীর জন্মদিনের উপলক্ষ্যে পার্টি করা হবে ঠিক হয়েছিল কিন্তু এমন সময় কোনো এক রাগারাগিতে মহানায়ক গৌরী দেবীকে ছেড়ে চলে গেছিলেন—

‘তারে বলে দিও সে যেন আসে না
আমার দ্বারে দ্বারে
বলে দিও
এই গুন গুন সুরে মন হাসে না
তারে বলে দিও
সে যেন আসে না আমার দ্বারে।’

গৌরী দেবীকে ছেড়ে দিয়ে তিনি বেণু দেবীর (বা সুপ্রিয়া দেবী) বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন—

‘আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি।
সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো
সকালবেলার মল্লিকা
আমায় চেন কি।’

তারপর থেকে একই ছাদের তলায় বেণু দেবীর সঙ্গে সতেরো বছর থেকেছেন—

‘ওগো কাজল নয়না হরিণী
তুমি দাও না ও দুটি আঁখি
ওগো গোলাপ পাপড়ি মেলো না
তার অধরে তোমাকে রাখি।’

মহানায়ক তো বেণু দেবী বা সুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে আনন্দে, সুখে-শান্তিতে দিন কাটাচ্ছেন কিন্তু একবার ও সেই গৌরী দেবীর কথা তিনি মনেও করেননি। এই গৌরী দেবীর প্রতি মহানায়কের এমন অবজ্ঞা দেখে গৌরী দেবীর সাথে সাথে আমাদের চোখে জল চলে আসে—

‘আজ দুজনার দুটি পথ ওগো দুটি দিকে গেছে বেঁকে
তোমার ও পথ আলোয় ভরানো জানি
আমার এ পথ আঁধারে আছে যে ঢেকে
সেই শপথের মালা খুলে
আমারে গেছ যে ভুলে
তোমারেই তবু দেখি বারেবারে

আজ শুধু দূরে থেকে...
এ বেদনা তবু সহি হাসিমুখে
নিজেকে লুকায়ে রেখে।'

এবারে মহানায়ক উত্তম কুমারের সঙ্গে মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের ব্যক্তিগত জীবনে সম্পর্ক কেমন ছিল তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। চলচ্চিত্র জগতে এই দুজন যে সর্বকালের রোমান্টিক জুটি তা আমরা জানি। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা দুজন দুজনকে কতটা ভালোবাসত তা একটু দেখা যাক। ব্যক্তিগত জীবনে উত্তম কুমারের সঙ্গে সুচিত্রা সেনের এতটাই ভালো সম্পর্ক ছিল যে মহানায়কের প্রয়াণের পর সুচিত্রা সেন আর কোনো নায়কের সঙ্গে অভিনয় করার কথা ভাবতেও পারতেন না। এর থেকে বোঝা যায় মহানায়িকা উত্তম কুমারের প্রতি কতটা আকৃষ্ট ছিলেন—

'তুমি যে আমার
ওগো তুমি যে আমার
কানে কানে শুধু একবার বলো
তুমি যে আমার।'

আমরা এটা সবাই জানি যে রোমান্টিক জুটির ক্ষেত্রে উত্তম ছাড়া সুচিত্রা অচল তেমনি ভাবে সুচিত্রা ছাড়াও উত্তম বিকল। সব থেকে বড় কথা এরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অভিনয়কে শ্রদ্ধা করতেন এবং প্রশংসা করতেন। দুজন দুজনকেই না দেখে থাকতেই পারতেন না এমনটাই তাঁদের মধুর সম্পর্ক ছিল—

'কে তুমি আমারে ডাক
পলকে লুকায়ে থাক
ফিরে ফিরে চাই।
দেখিতে না পাই'।

তাই এদের এতটা মধুর সম্পর্ক নিয়ে তৎকালীন সময়ে মানুষের মনে সন্দেহের দানা বেঁধে ছিল। যেমন করে আজকের দিনেও আমরা তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে কৌতুহলী হয়ে উঠি। তবে যতটা জানা যায় যে সুচিত্রা সেন উত্তম কুমার কে যতটা পছন্দ করতেন ততটাই উত্তম কুমার ও সুচিত্রা সেন কে পছন্দ করতেন। একসঙ্গে পার্কে বেড়াতে যেতেন। দুজনের মধ্যে খুব সুন্দর একটা বন্ধুত্বপূর্ণ Understanding ছিল—

'তুমি না হয় রহিতে কাছে
কিছুক্ষণ আরও না হয় রহিতে কাছে
আরো কিছু কথা না হয় বলিতে মোরে।
কিছুক্ষণ আরও না হয় রহিতে কাছে'।

মহানায়ক নিজেও একবার বলেছেন যে, তিনি সুচিত্রা সেন কে ভালোবাসেন তবে তা কিনা Platonic love-যাতে কোন প্রকার কামের গন্ধ ছিল না। তবে সুচিত্রা সেনের আগমনে নায়কের জীবনটা যে অনেকটা বদলে গেছে তা ঠিক। তা চলচ্চিত্র জগতে হতে পারে কিংবা ব্যক্তিগত জীবনেও হতে পারে। এদের ভালোবাসা কেমন ধরনের ছিল তা বোধ হয় গুছিয়ে বলা সম্ভব নয়। তবে তাঁরা দুজন দুজনকে যে খুব ভালোবাসতেন এটা ঠিক—

'এ শুধু গানের দিন
এ লগনো গান শোনাবার
এ তিথি শুধু গো যেন দক্ষিণ হাওয়ার...

এ লগনে তুমি আমি একই সুরে মিশে যেতে চাই
প্রাণে প্রাণে সুর খুঁজে পাই
এ তিথি শুধু গো যেন তোমায় পাওয়ার
এ শুধু গানের দিন
এ লগনো গান শোনাবার।'

সুচিত্রা সেন ও বিবাহিতা আর উত্তম কুমার ও বিবাহিত- তা সত্ত্বেও তাঁদের দুজনের প্রেম-বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে কখনও কোনো সমস্যা আসেনি। সুচিত্রা সেন কখনও সবার সামনে উত্তম কুমারকে জড়িয়ে ধরতেন, কখনও আবার সুপ্রিয়া দেবীকে ফোন করে বলতেন যে উত্তম কুমারকে খুব চুমু খেতে ইচ্ছা করছে। সত্যি মহানায়ক উত্তম কুমারের প্রতি সুচিত্রা সেনের ভালোলাগা, ভালোবাসা এক অন্য মাত্রায় ছিল যা ভাষাতে ব্যাখ্যা করা যায় না—

'এ প্রথম কাছে এসেছি
এ প্রথম চেয়ে দেখেছি
কিছুকেই পাইনা ভেবে
এ প্রথম ভালোবেসেছি
তুমি আর আমি।'

সত্যিই তো সুচিত্রা সেন উত্তম কুমারের জীবনে আসাতে তিনিই প্রথম এত ভালো করে রোমান্টিক চোখে তাঁকে দেখেছিলেন এবং এত বেশি ভালোবেসে ছিলেন- তাই হয়ত আমরা সর্বকালের বাংলা চলচ্চিত্র জগতে এমন রোমান্টিক জুটি পেয়েছিলাম। সুচিত্রা সেন নিজেই বলেছেন- 'অন্য সমস্ত অভিনেতাকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। কিন্তু উত্তমকে আমি ভালোবাসি। ওর মত এমন রোমান্টিক নায়ক বাংলা ছবিতে আর আসবে কিনা সন্দেহ।'[৬] বাংলা ছবিতে উত্তম কুমারের মত অভিনেতা আর আসবে কিনা আমরা জানি না- তবে এটা জানি যে, মহানায়িকার জীবনে উত্তম কুমারের মত এমন রোমান্টিক নায়ক আর আসেনি—

'ঘুম ঘুম চাঁদ
ঝিকিমিকি তারা
এই মাধবী রাত
আসেনিতো বুঝি আর
জীবনে আমার
...ওগো মায়াভরা চাঁদ
আর ওগো মায়াবিনী রাত।'

তাইতো মহানায়কের মহাপ্রয়াণের পরেও মহানায়িকা তাঁকে একটু দেখার আশায়, তাঁর ভালোবাসা পাওয়ার আশায় দিন গুনেছিলেন—

"বড় সাধ জাগে একবার তোমায় দেখি
কতকাল দেখিনি তোমায়
একবার তোমায় দেখি।
...আমার এ অন্ধকারে কত রাত কেটে গেল
আমি আধাঁরেই রয়ে গেলাম
তবুও ভোরের স্বপ্ন থেকে সেই ছবি

যাই এঁকে, রঙে রঙে, সুরে সুরে
ওরা যদি গান হয়ে যায়
কতকাল দেখিনি তোমায়
একবার তোমায় দেখি।”[৭]

তথ্যসূত্র:

১. www.google.in.weekened classic Radio Show. Uttam Kumar.
২. উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়; আমার আমি; দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৮১, পৃ- ৫৩
৩. সাড়ে চুয়াত্তর, পরিচালকঃ নির্মল দে, নায়িকাঃ সূচিত্রা সেন, ২০/২/৫৩, উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা।
৪. উত্তম কুমার চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ- ১১৩
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র গল্প সমগ্র; রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১১, পৃ- ৭০
৬. www.google.in.weekeneep classic Radio Show, Uttam Kumar.
৭. সজল কুমার নাথ; বিশিষ্ট শিল্পীদের স্মরণীয় গান; সজল পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ- ১৯